পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭ ধারা বলে উপশুল্ক, অভিকর, ফী গ্রহণের জন্য রচিত

উপবিধি (বাই-ল)

ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত

ব্লকঃ সাগর

জেলাঃ দঃ ২৪ পরগণা

[সংশোধিত উপ-বিধি ১০/০৮/২০২৩ তারিখ থেকে পুনঃপ্রবর্তিত হল]

ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিকর, উপশুল্ক, ফি-গ্রহণ সম্পর্কিত চূড়ান্ত উপবিধি (বাই-ল)

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ১৯ ধারায় বর্ণিত অবশ্য করনীয় কর্তব্য সমূহ, ২০ ধারায় বর্ণিত অন্যান্য কর্তব্য, ২১ ধারায় বর্ণিত স্বেচ্ছায় কর্তব্য সমূহ, ২৪ ধারায় বর্ণিত আবর্জনা সমূহ দূরীকরণ, ব্যবসায় উন্নতি সাধন, ২৫ ধারায় বর্ণিত সার্বজনীন সড়ক ও জলপথ বিষয়ে দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন, ৪১ ধারা মতে সম্পত্তি অর্জন, দখল ও বিলি ব্যবস্থা করা ও বিধি ভঙ্গকারিদের শাস্তি বিধানের জন্য এবং দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত অর্থের জন্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্ব-নির্ভর করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭ ধারা বলে উপশুল্ক, অভিকর, ফী গ্রহণের জন্য ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত, মাডপয়েন্ট, সাগর, দ:২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ -এর উপবিধি রচনা করা হল।

ভুমিকা:-

১. **এই উপবিধি সমূহ ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি নামে অভিহিত হবে।**

২. **এই উপবিধি ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সমগ্র এলাকায় প্রযোজ্য হবে।**

৩. **ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০১.০৪.২০০৫ তারিখ থেকে এই উপবিধি বলবৎ হবে।**

বর্ণনা:-

পঞ্চায়েতের বিষয় বা উদ্দেশ্যের পরিপন্থী না হলে এই উপবিধিতে বর্ণিত বিধিগুলি নিম্ন-লিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে:-

১.১ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(১) ধারায় যানবাহন নিবন্ধিকরণ ফি, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৫৭ এর ৫৭(২)(ক) ধারা ও নিয়মাবলীর ১১০ গ এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(১) ধারা (সংশোধনী সহ) অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মালিকানা ভিত্তিক চলনযোগ্য (ক) রিক্সা, সাইকেল রিক্সা বা ঠেলা গাড়ী, টোটো রিক্সা (খ) কৃষি ছাড়া অন্য কাজে নিযুক্ত ট্রাক্টর নথিভুক্তকরণের জন্য ধার্য ফি বা মাসুল।

১.২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অর্ন্তগত রায়ত ভূমিতে কোন নির্মাণ কার্য করলে তার জন্য ধার্য ফি।

১.৩ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৩) ধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকার নির্দেশিত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দেবস্থান, তীর্থস্থান, হাট-বাজার এবং মেলায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কিত আবর্জনা দুরীকরনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দিষ্ট ফি।

১.৪ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৫) ধারা মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েত এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় জনপথ ও সার্বজনীন স্থানে চিরাচরিত বিদ্যুৎ দ্বারা আলোর ব্যবস্থা করার জন্য অভিকর কিংবা অচিরাচরিত বিদ্যুতের ব্যবস্থা করলে সেজন্য আলো অভিকর।

১.৫ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ২০০৪ এর ৪৭(১)(১৭) ধারা মোতাবেক ব্যবসা বানিজ্যের নিবন্ধীকরণ ফি ও বিজ্ঞাপন/ হোর্ডিং ফি বলতে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে আইনানুগ(নিষিদ্ধ নয় এমন) ব্যবসা পরিচালনার জন্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য নিবন্ধীকরণ বোঝাবে।

১.৬ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৮) ধারা মোতাবেক ধারায় বিধান অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যস্ত বা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালনাধীন কোন সড়ক (কাঁচা রাস্তা বাদে) বা সেতুর উপর বসানো টোল অথবা উপশুল্ক (টোল)।

১.৭ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৯) ধারা মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক স্থাপিত বা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালনাধীন কোন খেয়াঘাট পারাপারের জন্য মানুষ, জীবজন্তু, যানবাহন, মালপত্রের উপর উপশুল্ক (টোল)।

১.৮ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৮) ধারা মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যস্ত বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনাধীন জমিতে গবাদি পশু চরাবার ফি।

১.৯ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৬) ধারা মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক রাস্তা, নালা, বাজার/ হাট, গৃহস্থ বাড়ির ও এলাকার ময়লা নিষ্কাশনের জন্য ফি।

১.১০ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৬ (৬)(খ) ধারা মোতাবেক ''প্রমোদানুষ্ঠান" - এরূপ কোন প্রদর্শনী, অনুষ্ঠান, বিনোদন বা ক্রীড়ানুষ্ঠান যাতে ব্যক্তিগণকে অর্থের বিনিময়ে প্রবেশ করতে হয় বা প্রমোদানুষ্ঠানের জন্য এককালীন অর্থপ্রদান করতে হয়, এরূপক্ষেত্রে বিনোদন ফি।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১) ধারা মোতাবেক ফি, অভিকর ও উপশুল্ক আদায়ঃ

রাজ্য সরকারের নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ হার অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক নিম্ন-লিখিত ফি, অভিকর উপশুল্ক নিবন্ধীকরণ ফি ধার্য করা হয়েছে। প্রস্তাবিত উপবিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, মালিক বা দখলদারকে ঐ ফি/ অভিকর দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৫৭, ১৯৭৩ পরবর্তী সংশোধনী ১৯৭৮,১৯৯৪ গুলির বৈধতার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এই উপবিধি সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত তারিখ থেকে চালু করা হল।

২. (ক) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(১) ধারা মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বা তার বাইরে চলাচলকারী নিম্নশ্রেণীভুক্ত যানবাহনের জন্য রেজিষ্ট্রিকৃত মালিকদের (বা যাদের অধিকার থাকবে) নিম্ন-বর্ণিত হারে বাৎসরিক ফি দিতে হবে:-

(১) রিক্সা বা সাইকেল রিক্সার ক্ষেত্রে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা, টোটো রিক্সার ক্ষেত্রে ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা (নম্বর প্লেটের জন্য অতিরিক্ত ৫০.০০ টাকা প্রদেয়)।

(২) কৃষি ছাড়া অন্য কাজে নিযুক্ত ট্রাক্টর নথিভুক্তকরণের জন্য ধার্য ফি ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা (নম্বর প্লেটের জন্য অতিরিক্ত ৫০.০০ টাকা প্রদেয়)।

(৩) যাত্রী/পণ্যবাহী নৌকা, ব্যাটারি চালিত রিক্সা/ টোটো রিক্সা, অটোরিক্সার ক্ষেত্রে ফি ২০০.০০ (দুইশত) টাকা (নম্বর প্লেটের জন্য অতিরিক্ত ৫০.০০ টাকা প্রদেয়)।

(৪) যাত্রীবাহী বা মাছধরার কাজে ব্যবহৃত ট্রলার (সাইজ ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে) - ২৫০/ ৩০০/ ৫০০ (দুইশত পঞ্চাশ/ তিনশত/পাঁচশত) টাকা।

(খ) উপরে বর্ণিত যানবাহনের মালিকরা (বা যাদের অধিকার থাকবে) প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসের আগে নির্দিষ্ট যানবাহনের তথ্য সম্বলিত দরখাস্ত এবং নির্দিষ্ট ফি দিয়ে একটি অনুমতিপত্র (লাইসেন্স) গ্রহণ করবেন। যদি কোন যানের জন্য অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে রেজিষ্ট্রেশন মাশুল দিয়ে থাকেন তাহলে তা ঐ আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ঐ যানবাহনের জন্য কোন ফি দিতে হবে না।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত যানবাহনের জন্য একটি রেজিষ্ট্রেশন নম্বর দেওয়া হবে। ঐ নম্বরটি রেজিষ্ট্রিকৃত যানের গায়ে পরিস্কারভাবে পৃথক প্লেটে খোদাই করে আটকে দিতে হবে।

লাইসেন্স প্রাপককে নিম্ন-লিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে হবে :-

(১) যান মজবুত ও উপযুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে যাতে যাত্রী বা মালের কোন ক্ষতি না ঘটে।
(২) কর্তব্যরত পুলিশ বা পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা পঞ্চায়েত সদস্য প্রয়োজনে যানটি পরিদর্শন করতে পারবেন।
(৩) যাত্রীর সংখ্যা বা মালের ওজন একটি নির্দিষ্ট সীমা (যা পঞ্চায়েত ঠিক করে দেবে) ছাড়াতে পারবে না :-

(ক) ভ্যান/ টোটো রিক্সা - ৫ জন, (খ) ভ্যান (মালের ক্ষেত্রে) - ৫ কুইন্ট্যাল, (গ) টোটো রিক্সা- (মালের ক্ষেত্রে) - ৪ কুইন্ট্যাল, (ঘ) যাত্রীবাহী ট্রলার - ১০০ জন।

৩. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৩) ধারায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া স্থান বা মেলায় আবর্জনা দূরীকরণ বা নিকাশী ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তীর্থযাত্রী পিছু প্রতি দিন ১ .০০ টাকা ফি ধার্য হবে। জীবজন্তুর ক্ষেত্রে এই হার হবে প্রাণী প্রতি ১.৫০ টাকা(প্রতি দিন), স্টলছাড়া ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে প্রতি দিন ৩.০০ টাকা, স্টলযুক্ত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১০.০০ টাকা থেকে ২০.০০ টাকা পর্যন্ত স্টলের আকার বা সাইজ অনুসারে। ১২ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বয়সের প্রতি তীর্থযাত্রী পিছু নির্ধারিত হারে ফি আদায় করা যাবে। আদায়ের জন্য রসিদ বা সুনির্দিষ্ট টিকিট দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে ১২ বৎসরের উপর তীর্থযাত্রীর বিনা টিকিটে মেলা স্থানে

প্রবেশ করা যাবে না। রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ, জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গ্রাম পঞ্চায়েত ওই ব্যবস্থা গ্রহণ বা ফি ধার্য ও আদায় করবে না।

৪. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৫) ধারায় পঞ্চায়েত তার এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় জনপথ এবং সার্বজনীন স্থলে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করলে উপকৃত এলাকার বাসিন্দা, জমিজায়গা বা বাড়ীর মলিক বা দখলীকারের উপর আলোর অভিকর ধার্য ও আদায় করতে পারবে। আলোর বার্ষিক অভিকর ধার্যের হার জমি ও বাড়ির বার্ষিক করের ১৫% হবে।

৫. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক অচিরাচরিত বিদ্যুৎ শক্তি উৎসের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি কিংবা দোকান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ দিলে উপভোক্তার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক আদায় করবে (এই শুল্কের হার গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত হবে)।

৬. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৭) ধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে আইনানুগ **ব্যবসা** চালানোর জন্য **নিবন্ধীকরণ ফি** নিম্ন-লিখিত হারে ধার্য করা হবে:-

মূলধন এর পরিমান এবং ধার্য ফি -

(১) (ক) ১.০০ টাকা থেকে ৫০০০০.০০ টাকা - **১০০.০০ টাকা**

(খ) ৫০০০১.০০ টাকা থেকে ১০০০০০.০০ টাকা - **২০০.০০ টাকা**

(গ) ১০০০০১.০০ টাকা থেকে ৫০০০০০.০০ টাকা - **৩০০.০০ টাকা**

(ঘ) ৫০০০০১.০০ টাকা থেকে ২০০০০০০.০০ টাকা - **৪০০.০০ টাকা**

(ঙ) ২০০০০০১.০০ টাকা বা তার বেশি - **৫০০.০০ টাকা**

(২) ছোট কারখানা/ ব্যবসা (১০০০০০.০০ টাকা পর্যন্ত)-

(ক) ধান ভাঙ্গা কল (ছোট), পেশাই কল - ২০০.০০ টাকা

(খ) ধান ভাঙ্গা কল (বড়) - ৩০০.০০ টাকা

(গ) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী,গরু-মহিষ প্রতিপালন - ১০০.০০ টাকা

(৩) ছোট কারখানা / ব্যবসা (১০০০০০.০০ টাকার বেশি মূলধন হলে)-

(ক) স্বীকৃত করাত কল - ৫০০.০০ টাকা

(খ) বরফ কারখানা - ৫০০.০০ টাকা

(৪) অন্যান্য ক্ষেত্রে -

(ক) টেলিফোন বুথ, জেরক্স সেন্টার - ১০০.০০ টাকা

(ঘ) সাইবার কাফে, কুরিয়ার সার্ভিস, কমন সার্ভিস সেন্টার- ২৫০.০০ টাকা

(ঙ) ব্যাঙ্কিং, নন ব্যাঙ্কিং সংস্থা - ৫০০.০০ টাকা

(চ) বাঁধা বন্ধকি ব্যবসা - ৫০০.০০ টাকা

৭. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৬ (৬)(খ) ধারা মোতাবেক 'প্রমোদানুষ্ঠান', যেমন বিবাহ, জন্মদিন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য **হোর্ডিং দেওয়া ভাড়াবাড়ির** ক্ষেত্রে বাৎসরিক ২০০০.০০ টাকা প্রমোদানুষ্ঠান আয়োজন কর বাবদ ফি।

৮. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(১৫) ধারায় পঞ্চায়েত মোটর চালিত পাম্পসেটযুক্ত গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, অনতি (মিনি ডিপ) গভীর নলকূপ যা বানিজ্যিক ভিত্তিতে সেচের কাজে ব্যবহার করার জন্য নির্ধারিত হবে, সেই সব ক্ষেত্রে নিম্নহারে নিবন্ধীকরণ ফি আদায় করা হবে (এই ধারায় সেচ পাম্পের মালিক নিজ প্রয়োজন মেটানোর জন্য বা চাষের জন্য জল সরবরাহ/ বিক্রয় করলে তা ব্যবসা বোঝাবে এবং ঐ মালিক করের আওতায় পড়বেন)-

(১) ডিজেল বা বিদ্যুৎ শক্তি চালিত পাম্পসেট ও মোটর সেট ২ অশ্বশক্তি ক্ষমতা পর্যন্ত বাৎসরিক ২০০.০০ (দুইশত) টাকা,

(২) ডিজেল বা বিদ্যুৎ শক্তি চালিত পাম্পসেট ও মোটর সেট ৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতার উপর বাৎসরিক ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

৯. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গভীর, অগভীর পাম্পের মালিক নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সেচের জল পার্শ্ববর্তী চাষীদের জল সরবরাহ করলে গ্রাম পঞ্চায়েত কর আদায় করবেন এবং চাষীদের নাম ও ঠিকানা যথা সময়ে লিপিবদ্ধ বা তালিকাভুক্ত করে উপরে বর্ণিত হারে নিবন্ধীকরণ ফি আদায় করবেন।

১০. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ২০০৪ এর ৪৭(১)(১৭) ধারায় যে কোন ব্যক্তিগত বা সার্বজনীন জায়গায় বা জমিতে, ঘর বা গৃহের উপর দেওয়াল লিখন, ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন বা যে কোন প্রচার, উপকরণ প্রদর্শিত করলে প্রতিক্ষেত্রে সর্বাধিক ২.৫০ টাকা প্রতি বর্গফুট প্রতি মাসে হিসাবে ফি ধার্য হবে। অবশ্যই সর্বসাধারণের স্বার্থে সরকারের দ্বারা এরকম কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন ফি আরোপিত হবে না।

১১. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ২০০৪ এর ৪৭(১)(৩) ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্য নির্মিত শৌচাগার ব্যবহারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত ফি প্রত্যেকবার শৌচাগারটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রদেয় হবে।

১২. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ২০০৪ এর ৪৭(১) ধারা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতএর সাধারণ সভা (সভা নং:০৯/২০১৬-১৭, তারিখ: ৩০.১১.২০১৬)'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম যারা করবে তাদেরকে প্রত্যেকবার উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করার জন্য ২০০.০০ (দুইশত) টাকা করে আর্থিক জরিমানা করা হবে। সেইসঙ্গে খাটা পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

১৩. (ক) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ৪৭(১)(৬) ধারা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত **''কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা''** প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি পরিবার, দোকান, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের থেকে বর্জ্য নিষ্কাশন ফি (গ্রাম পঞ্চায়েত যেরূপ নির্ধারণ করবে) প্রতি মাসে আদায় করা হবে।

(খ) উন্মুক্ত স্থানে বা জলাশয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে আবর্জনা ফেলে দূষণ ঘটালে দোষী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবারের জন্য ২০০.০০ (দুইশত) টাকা করে আর্থিক জরিমানা করা হবে।

১৪. ভারত সরকারের প্লাসটিক ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যাক্ট ২০১৬ মেনে রচিত **''গ্রাম পঞ্চায়েতের প্লাসটিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি"** অনুযায়ী একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাসটিক ক্যারিব্যাগ, থার্মোকলের কাপ-প্লেট বিক্রী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই বিধি ভঙ্গকারীকে প্রতিবারের জন্য ১০০.০০ (একশত) টাকা আর্থিক জরিমানা করা হবে। এবং সেইসঙ্গে প্লাসটিক ক্যারিব্যাগ ও থার্মোকলের কাপ-প্লেট বিক্রেতার ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

১৫. প:বঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ৪৭ ও ২২৩ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন মূলক কাজে আর্থিক অবদান বা উপকরণ দিয়ে অংশগ্রহণ করতে চাইলে নির্দিষ্ট রসিদের মাধ্যমে (ফর্ম ৫) গ্রাম পঞ্চায়েত তা গ্রহণ করবে।

১৬. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ২২৩ ধারায় ৩ (১) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত এই উপবিধি কেউ ভঙ্গ বা অমান্য করলে দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং সেক্ষেত্রে প্রথম বারের জন্য সর্বোচ্চ ১০০.০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে। এই দন্ড দানের পরও এই উপবিধি একইভাবে ভঙ্গ করতে থাকলে বিধি ভঙ্গের দরুন দোষী ব্যক্তিকে প্রতি দিনের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা পর্যন্ত হারে অতিরিক্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা যাবে এবং আদায়ীকৃত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলে জমা হবে।

১৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের মতে নি:স্ব, অসহায় ও সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে এই ফি, অভিকর ও উপশুল্ক প্রযোজ্য হবে না।

১৮. গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মেনে অত্র উপবিধি প্রয়োজনে সংশোধন, সংযোজন কিংবা পরিমার্জন করা হবে এবং সংশোধিত উপবিধি জনজ্ঞাতার্থে প্রদর্শিত হবে।

স্বাক্ষর:

Pradhan
Ghoramara Gram Panchayat
Mudpoint, Sagar, South 24 Pgs.

প্রধান

ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত

মাডপয়েন্ট, সাগর, দ:২৪ পরগণা

দ্রষ্টব্য :- পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ২২৩ ধারা এর উপধারা(১) অনুসারে এই উপবিধি পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (উপধারা প্রকাশ) বিধি, ১৯৮৬ এর বিধি(২) অনুসারে বহাল করা হল এবং এই বিষয়ে জনসাধারণের কোন আপত্তি বা সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা অত্র গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা পড়লে তা বিধিসম্মতভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত সভায় বিবেচনা করা হবে। এই উদ্দেশ্যে জনগণের জ্ঞাতার্থে বিষয়টি প্রচারিত হল।